যথাশক্তি আদর করিবে। সেই প্রকার ভাবেই ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

ঈশ্বর ভগবান্ সর্ব্বভূতে জীবনিয়ামকরূপে প্রবিষ্ট আছেন—এইরূপ মানস-সঙ্কল্পে এই সমুদায় প্রাণীকে বহু সম্মানপূর্ব্বক মান প্রদান করিবে। তাহা হইলে এস্থলে একটি বিষয় বুঝিবার এই যে—প্রথম উপাসনায় প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে সর্ব্বভূতের প্রতি আদর রাখিতে হইবে—এইরূপ বিধি করা হইয়াছে, সাধুশাস্ত্রে গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের পক্ষে কিন্তু সর্ব্বত্র ভগবদ্‌বৈভবস্ফূর্ত্তি হওয়ায় স্বতঃই সর্ব্বভূতাদর হইয়া থাকে; স্কন্দপুরাণে ব্যাধের প্রতি পর্ব্বত মুনির উক্তি যথা—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসা প্রভৃতি গুণ কিছু আশ্চর্য্য নহে; যেহেতু যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত, তাহারা পরকে উদ্বেগ দেয় না। এই প্রমাণে হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত ব্যাধের সর্ব্বত্র ভগবদ্‌বিভূতিস্ফূর্ত্তি দেখান হইল। বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ বন্ধুত্বাদিভাবে সাধকগণেরও অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অনুসন্ধান না করিয়া কেবল "মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি"—এই জাতীয় বিশুদ্ধ ভাবপ্রাপ্তির জন্য সাধন করিতেছেন, তাহাদেরও বন্ধুভাবে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসী প্রভৃতির অনুসরণ থাকাতে এবং সর্ব্বত্র বন্ধুভাবসমুচিত ভগবদ্‌গুণের অনুসরণজন্যও সর্ব্বজীবে সর্ব্বত্র প্রিয়তাবুদ্ধি স্বভাবতই উদিত হইয়া থাকে। যাহাদের শ্রীভগবানে ভাব অর্থাৎ রতির উদয় হইয়াছে, তাহাদিগের অহিংসা ও উপরতি কিন্তু নিজেরই অসাধারণ স্বভাব। যেমন ১।১৮।২২ শ্লোকে শ্রীসুত মহাশয়ের উক্তি—

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা-
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নো হিংসোপরমঃ স্বধর্ম্মঃ॥

যে শ্রীভগবানে অনুরক্ত সাধুসকল দেহাদিতে কৃত আসক্তি ত্যাগ করিয়া অন্ত্যপারমহংস্য পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ জ্ঞানী ও ভাগবতভেদে পরমহংস পদবী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ভগবানে অনুরক্ত সাধুগণ "অন্ত্য ভাগবতপরমহংস্য" পদবীতে আরোহণ